**সামরিক বাহিনী কমান্ড ও ষ্টাফ কলেজ, স্নাতক ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ০৪ ফাল্গুন ১৪১৮, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ ও সংসদ সদস্যগণ,

তিন বাহিনী প্রধানগণ

স্টাফ কলেজের কমান্ড্যান্ট,

মান্যবর কূটনীতিকবৃন্দ,

স্টাফ কোর্স সমাপ্তকারী অফিসারবৃন্দ এবং সমবেত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদানের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত এ মাসে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি, সেসব অকুতোভয় বীর শহীদদের যাঁদের রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি আরও স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। মহান আল্লাহতা'য়ালার কাছে আমি তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান থেকে ‘পিএসসি' ডিগ্রি অর্জন সশস্ত্র বাহিনীর যে কোন অফিসারের জন্যই গৌরবের বিষয়। সাফল্যের সঙ্গে কোর্স সম্পন্ন করে আজ যাঁরা গ্রাজুয়েট হলেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ,

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সুশৃঙ্খল ও পেশাদার সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে আমাদের এই স্টাফ কলেজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত স্টাফ কলেজে সেনাবাহিনীর ৩৬টি, নৌ বাহিনীর ৩০টি এবং বিমান বাহিনীর ৩২টি স্টাফ কোর্স সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে।

এরমধ্যে ৩৪টি বন্ধুপ্রতীম দেশের ৭২০ জন অফিসারও এ কলেজ থেকে কোর্স সম্পন্ন করে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

তাঁরা সকলেই নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। আমাদের স্টাফ কলেজের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে আমি মনে করি। এই সাফল্যের জন্য আমি কলেজের কমান্ড্যান্ট, অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও সকল অফিসারকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

সদ্য সমাপ্ত কোর্সে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন মহিলা অফিসার সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত সাফল্যের সঙ্গে স্টাফ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তাঁকে আমার বিশেষ অভিনন্দন। বিগত আওয়ামী লীগ শাসনামলে সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলা অফিসারদের অংশগ্রহণের শুরু হয়েছিল।

প্রিয় গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ,

আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে আপনাদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের। কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আপনারা সমর বিজ্ঞানের উপর উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেছেন। আমার বিশ্বাস, এ প্রশিক্ষণ আপনাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে পালনে এবং যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আরও আত্মপ্রত্যয়ী হতে শেখাবে। আমি আপনাদের পেশাগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

Dear graduating officers from abroad,

It is a great pleasure to have you among us. I hope you have enjoyed your stay in this beautiful country. As our goodwill ambassadors, please convey our good wishes to your government, the armed forces and your countrymen.

সুধিমন্ডলী,

সশস্ত্র বাহিনী আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূর্ত প্রতীক। প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উপর ন্যস্ত। এ সুমহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবিলায়ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছেন।

দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম, অবকাঠামো নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও আমাদের সশস্ত্র বাহিনী বেসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে।

শুধু দেশেই নয়, বহির্বিশ্বেও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে প্রশংসা ও সুনাম অর্জন করেছেন। জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনের অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা, গণতন্ত্রে উত্তরণ, সামাজিক উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ পুনর্গঠন কার্যক্রমে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছেন।

বর্তমান বিশ্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন নতুন পরিবর্তনের ফলে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ও দায়িত্বে এখন যোগ হয়েছে নতুন মাত্রা ও চ্যালেঞ্জ।

সুতরাং সশস্ত্র বাহিনীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেও পরিবর্তিত সময়ের এই চাহিদার প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের সকল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূলমন্ত্র হচ্ছে ‘সমমর্যদার ভিত্তিতে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়।'

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। বিশ্ব শান্তি রক্ষা এবং সকল প্রকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আর, সে আদর্শকে সামনে রেখে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

আমাদের সম্পদ সীমিত। আর ও সীমিত সম্পদ দিয়েই আমরা একটি যুগ-উপযোগী, দক্ষ ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদেরকে উন্নত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ওপর আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

সামরিক বাহিনী কমান্ড ও স্টাফ কলেজের অবকাঠামোগত সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর আওতায় একটি বহুতল একাডেমিক এবং আবাসিক ভবন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এ কলেজের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পাবে।

গ্র্যাজুয়েট অফিসারবৃন্দ ও তাঁদের পত্নীদের পুনরায় অভিনন্দন জানিয়ে আমি সবার কর্মময় জীবনের সফলতা ও উন্নতি কামনা করছি। মহান আল্লাহতায়ালা যেন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক দেন।

আপনাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...